দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

স্মারক নং-জনসংযোগ/ তারিখ: ২২/১১/২০১৫ খ্রি:

বিষয় : দুর্নীতি দমন কমিশনের একাদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের একাদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আজ ঢাকাস্থ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা অডিটরিয়ামে দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শপথ গ্রহণ ও আলোচনা সভার প্রধান অতিথির ভাষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, দুর্নীতি দমন ও নিয়ন্ত্রণই হচ্ছে সুশাসনের প্রধান শর্ত। তাই সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

তিনি আরও বলেন দুর্নীতি নতুন কোনো বিষয় নয়। কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্রেও ৪১ রকমের দুর্নীতির কথা উল্লেখ রয়েছে। কিছু মানুষের মানবিক প্রবৃত্তির মধ্যেই দুর্নীতি নিবিষ্ট রয়েছে। তাই দুর্নীতি নির্মূল করার চেয়ে নিয়ন্ত্রণই যথাযথ। তিনি বর্তমান কমিশনের কার্যক্রম প্রশংসা করে বলেন তারা যেভাবে নিরপক্ষেতা, সাহসিকতা ও স্বচ্ছতার সাথে দুর্নীতি দমনে কাজ করছেন তাতে জনগণ কমিশনের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাশীল। তবে এক্ষেত্রে সরকারের সদিচ্ছা দুদকের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে।

সভাপতির ভাষণে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান মোঃ বদিউজ্জামান বলেন কমিশনের সফলতা যেমন আছে তেমন কিছু ব্যর্থতা রয়েছে। তবে আমরা প্রতিনিয়তই কর্মপন্থা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে কমিশনকে আরও কার্যকর করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। মাত্র তিন শতাধিক তদন্তকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে দেশব্যাপী দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের তথ্য উল্লেখপূর্বক তিনি আরও বলেন দেশের মানুষ দিন শেষে দুদকের কাজের সফলতা জানতে চায়। এক্ষেত্রে অভিযোগের অনুসন্ধান, মামলার তদন্ত ও প্রসিকিউশনসহ সকল ক্ষেত্রে আরও নিখুঁতভাবে কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সাজার হার আরও বৃদ্ধির প্রয়াস নিতে হবে। কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন আজ আপনারা যে শপথ নিলেন তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করলে কমিশনের সফলতা আসবেই।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কমিশনার মোঃ সাহাবুদ্দিন চুপ্পু বলেন, বর্তমান কমিশন গণতান্ত্রিক সরকারের শাসনামলে সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত থেকে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করছে। দুর্নীতি দমনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুর্নীতিবিরোধী ভাষণই আমাদের অনুপ্রেরণা। আমরা দুর্নীতি দমনে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। দুর্নীতি দমন কমিশন অভিযোগ অনুসন্ধান বা তদন্তের ক্ষেত্রে ব্যক্তির পরিচয়কে গুরুত্ব না দিয়ে অভিযোগের বস্তুনিষ্টতা, অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্টতাকে বিবেচনা করে। দলীয় পরিচয় বা আমলা বা অন্য কোনো পরিচয় কমিশনের নিকট ন্যূনতম গুরুত্ব বহন করে না। তিনি আরও বলেন দুদকের অভিযানের ফলেই আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা এবং জনগণের সাথে প্রতারণামূলক এম এল এম ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কমিশনার ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ বলেন দুর্নীতি দমন কমিশন আইন অনুযায়ী দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ (UNCAC) এর আলোকে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়েই দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। তিনি আরও বলেন বাংলাদেশ সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যেভাবে সাফল্য পেয়েছে একইভাবে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্র (SDG) অর্জনেও সফলতা পাবে। তাছাড়া তিনি গণশুনানিসহ সকল শুদ্ধাচারমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে সুশাসন আইন (Good Governace Act) প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কমিশনের সচিব আবু মোঃ মোস্তফা কামাল, মহাপরিচালক যথাক্রমে ড. মো: শামসুল আরেফিন, জিয়াউদ্দীন আহমেদ, ফরিদ আহমেদ ভূঁইয়া, মঈদুল ইসলাম এবং পরিচালক নিরু শামসুন্নাহার প্রমূখ।

উল্লেখ্য, ২১ নভেম্বর ছিল দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ঐ দিন সরকারি ছুটি থাকায় আজ ২২ নভেম্বর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সকল কর্মসূচি উদ্‌যাপন করা হলো। আজই সকালে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা ও কমিশনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরবর্তীতে কবুতর উড়িয়ে এবং কেক কেটে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্বোধন করেন কমিশনের চেয়ারম্যান মোঃ বদিউজ্জামান। এসময় কমিশনার মোঃ সাহাবুদ্দিন ও ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ, সচিব আবু মোঃ মোস্তফা কামালসহ কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

22/11/15

(প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য)
উপপরিচালক
ও
জনসংযোগ কর্মকর্তা
দুর্নীতি দমন কমিশন।